নবী যেভাবে হজ করেছেন

(জাবের রা. যেমন বর্ণনা করেছেন)

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

সংকলন :

শাইখ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী – রাহেমাহুল্লাহ -

অনুবাদ :

মুফতী নুমান আবুল বাশার

ড. এটিএম ফখরুদ্দীন

সম্পাদনা :

ড. মাওলানা আবদুল জলীল

ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

ترجمة: نعمان أبو البشر
د. إي تي إم فخر الدين

مراجعة: د. محمد عبد الجليل
د.أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

বাংলা ভাষায় হজ বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে নগন্য না হলেও রাসূলুল্লাহ -এর হজের আদ্যোপান্ত বিবরণ সংবলিত কোনো বই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ বর্তমানের জেনে-বুঝে ইসলাম পালনকারী অনেক ধর্মানুরাগী মুসলিমই এ বিষয়ে জানার আগ্রহ রাখেন। তাদের এ আগ্রহের কথা বিবেচনা করেই বাংলাদেশ চ্যারিটেবল এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (BCRF) শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ . সংকলিত এ সংক্রান্ত আকরিক গ্রন্থ 'হাজ্জাতুন নবী ' বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

হজ বিষয়ক যত হাদীস রয়েছে তার মধ্যে 'হাদীসু জাবের রা .' নামে খ্যাত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ একমত হয়েছেন। হাদীসটিতে মহানবী এর হজের সফরের শুরু থেকে হজের সমাপ্তি পর্যন্ত হজ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে।

হাদীসটি মূলত মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে। তবে এই হাদীসের সাথে রাসূলুল্লাহ এর হজ সংক্রান্ত জাবের রা . বর্ণিত অন্যসব হাদীস যা অন্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে এমনকি মুসলিম শরীফেরও অন্য অধ্যায়ে রয়েছে , সেগুলো এখানে

সন্নিবেশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে যথাযথ সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল আরবী থেকে আমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এটিএম ফখরুদ্দীন বইটি বাংলায় ভাষান্তর করেছি। মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দক্ষ হাতে এটি সম্পাদনা করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা কর্মকতা ড. মাওলানা আবদুল জলীল এবং কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আল-ফিক্হ ফ্যাকাল্টির চেয়ারম্যান ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার। বইটির অনুবাদ ও ভাষাগত পরিমার্জনে সহযোগিতা করেছেন বিসিআরএফ-এর গবেষণা কর্মকর্তা আলী হাসান তৈয়ব।

এ বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

নুমান আবুল বাশার
চেয়ারম্যান
BCRF

রাসূলুল্লাহ যেভাবে হজ করেছেন[1]

১- জাবের রা.[2] বলেন, রাসূলুল্লাহ মদীনায় বসবাসকালে দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত হজ করেননি।[3]

২- হিজরী দশম বছরে চারিদিকে ঘোষণা দেয়া হল, রাসূলুল্লাহ এ বছর[4] হজ করবেন।

৩- অসংখ্য লোক মদীনায় এসে জমায়েত হল। 'বাহনে চড়া অথবা পায়ে হাঁটার সামর্থ রাখে এরকম কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না[5]'। 'সবাই এসেছেন রাসূলুল্লাহ -এর সাথে বের হওয়ার জন্য[6]'। সবার উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ এর অনুসরণ করে তাঁর মতই হজের আমল সম্পন্ন

---

[1] . রাসূলুল্লাহ মদীনায় হিজরত করার পর মোট চার বার উমরা করেছেন। ১ম বার : ৬ষ্ঠ হিজরীতে যা হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে তিনি সম্পন্ন করতে পারেননি। এবার তিনি শুধু মাথা মুন্ডন করে হালাল হয়ে যান এবং সেখান থেকেই মদীনায় ফেরত আসেন। ২য় বার : উমরাতুল কাযা ৭ম হিজরীতে। ৩য় বার : জি'ইররানা থেকে ৮ম হিজরীতে। ৪র্থ বার : বিদায় হজের সময় ১০ম হিজরীতে। তবে রাসূলুল্লাহ উমরার উদ্দেশ্যে হারাম এলাকার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই (বিস্তারিত দেখুন : যাদুল মা'আদ : ২/৯২-৯৫)।

[2] . জাবের রা. উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন একজন সাহাবী। হজ সম্পর্কিত সবচে' বড় হাদীসটির বর্ণনাকারী।

[3] . নাসাঈ, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী ৯ম অথবা ১০ম সালে হজ ফরয হয়। হজ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ করেন। দ্র. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ।

[4] . নাসাঈ।

[5] . নাসাঈ।

[6] . নাসাঈ।

[illegible]

[illegible]

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَ [مُهَلُّ أَهْلِ الطَّرِيقُ الأَخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِـرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

[illegible][8] [illegible][9] [illegible][10] [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

ইয়ালামলাম [11]। ’[12]

৫- ‘তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ যিলকদ মাসের পাঁচ দিন অথবা চার দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন’।[13]

৬- ‘এবং হাদী তথা কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দিলেন ’।[14]

৭- ‘আমরা তাঁর সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে ছিল মহিলা ও শিশু ’।[15]

৮- যখন আমরা যুল-হুলাইফাতে [16] পৌঁছলাম। তখন আসমা বিন্ত উমায়েস রা. মুহাম্মদ ইবন আবূ

---

[11]. মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

[12]. মুসলিম।

[13]. নাসাঈ। রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীরা মাথায় তেল ব্যবহার করে চুল আচড়িয়ে জামা-কাপড় পরে বের হন। তিনি এক্ষেত্রে জাফরান ব্যবহৃত কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় যেমন পাজামা বা চাদর ইত্যাদি পরতে নিষেধ করেননি। বুখারীতে যেমন ইবন আববাস রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবন আববাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে মীকাতের আগেই ইহরামের কাপড় পরার অনুমতি বুঝা যায়। অথচ অনেকেই এটাকে অনুমোদিত বলে মনে করেন না। তবে নিয়ত এর ব্যতিক্রম। কারণ, গ্রহণযোগ্য মতানুসারে নিয়ত করতে হবে মীকাত থেকে আর বিমানে ভ্রমণ করলে ইহরামের নিয়ত ছুটে যাবার সম্ভাবনায় মীকাতের কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে।

মনে রাখবেন, নিয়ত কখনো মুখে উচ্চারণ করার বিধান নেই; ইহরামেও না সালাত, সিয়াম প্রভৃতি ইবাদাতেও না। নিয়ত সব সময়ই করবেন কলব বা অন্তরে। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা মূলত বিদআত। তবে ইহরামে لبيك اللهم عمرة وحجا পড়েছেন বলে যা সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তার উত্তরে বলা হয় তিনি শুধু এতটুকুই বলেছেন, এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি (শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. ‘আন-নিয়্যাহ’ মজমু‘ রাসাইল কুবরা : ১/২৪৪-২৪৫)।

[14]. ইরওয়াউল গালীল।

[15]. মুসলিম।

বকর নামক এক সন্তান প্রসব করলেন।

৯- অতপর তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে , আমি কী করব?

১০- তিনি বললেন ,

اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِى

'তুমি গোসল কর , রক্তক্ষরণের স্থানে একটি কাপড় বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধ।'

১১- এরপর রাসূলুল্লাহ মসজিদে সালাত আদায় করলেন 'এবং চুপচাপ রইলেন '।[17]

ইহরাম

১২- 'অতপর কাসওয়া[18] নামক উটনীতে সওয়ার হলেন। উটনীটি তাঁকে নিয়ে বাইদা নামক জায়গায় গেলে তিনি ও তাঁর সাথিগণ হজের তালবিয়া পাঠ করলেন '।[19]

১৩- জাবের রা . বলেন, আমি আমার দৃষ্টি যতদূর যায় তাকিয়ে দেখলাম , তাঁর সামনে কেবল আরোহী ও পায়ে হেঁটে[20] যাত্রারত মানুষ আর মানুষ।

---

16. যুল -হুলাইফা মসজিদে নববী থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

17. নাসাঈ। অর্থাৎ এখানে আর তালবিয়া পড়লেন না। এরপর তালবিয়া পড়া শুরু করেন তাঁর উটনীটি বাইদা নামক স্থানে পৌঁছার পর , যেমনটি সামনে আসছে।

18. এটি রাসূলুল্লাহ -এর উটনীর নাম। এর আরও নাম রয়েছে যেমন : 'আযবা' এবং 'জাদ'আ'। কারো কারো মতে কাসওয়া তাঁর উটের নাম (নাববী , শারহ)।

19. ইবন মাজা।

20. ইমাম নাববী রহ . বলেন, এ থেকে সবাই একমত যে আরোহন করে এবং পায়ে হেঁটে - উভয়ভাবে হজ করা বৈধ। তবে উভয়টির মধ্যে উত্তম কোনটি সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের মতে বাহনে করে হজই উত্তম।

তাঁর ডানে অনুরূপ , তাঁর বামেও অনুরূপ তাঁর পেছনেও অনুরূপ মানুষ আর মানুষ। আর রাসূলুল্লাহ আমাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। তিনিই তো তার ব্যাখ্যা জানেন। তাই তিনি যে আমল করছিলেন আমরা হুবহু তাই আমল করছিলাম। [21]

১৪- তিনি তাওহীদ সম্বলিত [22]তালবিয়া পাঠ

কারণ, (ক) নবী এমনটি করেছেন (খ) বাহনে করে হজ করা হজের কার্যাদি আদায়ে সহায়ক এবং (গ) এতে খরচও বেশি হয়। তবে দাউদ জাহেরী প্রমুখ হেঁটে হজ করাকে উত্তম বলেছেন। তার মতে এতে বেশি কষ্ট হয় বলে তা উত্তম। তার এ মত সঠিক নয়। এ থেকে বুঝা যায় বিমানে সফর করে হজে যাওয়া জায়িয বরং মুস্তাহাব। তবে কেউ কেউ যে হাদীস বর্ণনা করেন , 'বাহনে হজকারির প্রতিটি কদমে সত্তরটি নেকি লেখা হয় আর হেঁটে হজকারির প্রতি কদমে সাতশ নেকি লেখা হয় ' এটি সম্পূর্ণ জাল ও বানোয়াট হাদীস। (দেখুন : সিলসিলাতুল আহাদীস আদ - দাঈফা : ৪৯৬-৪৯৭)। ইবন তাইমিয়া রহ . বলেন, এ ব্যাপারটি নির্ভর করবে হজকারির ওপর। কারো কারো জন্য বাহনে হজ উত্তম আবার কারো কারো জন্যে হেঁটে হজ উত্তম। এটিই সঠিক মত।

[21]. জাবির রা .-এর কথার মধ্যে এ কথার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সাহাবীদের সামনে পবিত্র কুরআন তুলে ধরতেন। একমাত্র তিনিই কুরআনের যথার্থ তাফসির ও ব্যাখ্যা জানতেন। তিনি ছাড়া অন্যরা এমনকি খোদ তাঁর সাহাবীরাও তাঁর ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী ছিলেন।

[22]. তাওহীদ ও শিরক বিপরীতমুখী দু 'টি বিষয় যা কোনদিন একত্রিত হতে পারে না। এ -দুয়ের একটির উপস্থিতির অর্থ অন্যটির বিদায়। ঠিক রাত -দিন অথবা আগুন-পানির বৈপরিত্বের মতই। আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ,

'তোমরা হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করো।

রাসূলুল্লাহ এর জীবনে তাওহীদ সবচে ' বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি তাওহীদকে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছেন। হজে নিম্নবর্ণিত আমলসমূহ সম্পাদনে তাওহীদের প্রতি তাঁর গুরুত্ব বিশেষভাবে

করেন,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ.

(লাববাইক আল্লাহুম্মা লাববাইক , লাববাইকা লা শারীকা লাকা লাববাইক , ইন্নাল হামদা ওয়ান নি 'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক , লা শারীকা লাক)।

'আমি হাযির , হে আল্লাহ , আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই , আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও , তোমার কোন শরীক নেই।'[23]

১৫- আর মানুষেরাও যেভাবে পারছিল এই তালবিয়া পাঠ করছিল। তারা কিছু বাড়তি বলছিল। যেমন ,

لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ, لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ.

(লাববাইকা যাল মাআরিজি , লাববাইকা যাল ফাওয়াযিলি) কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাদেরকে তা রদ করতে বলেননি।[24]

প্রকাশ পেয়েছে। যেমন , ১. তালবিয়া পাঠ। ২ . লোক-দেখানো ও রিয়া থেকে মুক্ত হজ পালনের জন্য আল্লাহর কাছে দু 'আ। ৩. তাওয়াফ শেষে দু 'রাক'আত সালাত আদায় করার সময় তাওহীদ সম্বলিত 'সূরা আল -কাফিরূন ' ও সূরা ইখলাস ' পাঠ। ৪ . সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দু 'আ পাঠ। ৫ . আরাফার দু 'আ ও যিকরসমূহেও তাওহীদ সম্বলিত বাণী উচ্চারণ ৬ . হাদী বা কুরবানীর পশু যবেহের সময় তাকবীর পাঠ। ৬ . জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ ইত্যাদি। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য , তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শিরক ও বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা।

[23]. বুখারী : ৫৯১৫, মুসলিম : ১১৮৪।

১৬- তবে তিনি বারবার তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১৭- জাবের রা . বলেন, আমরা বলছিলাম, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ (লাববাইক আল্লাহুম্মা) لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ (লাববাইকা বিল-হাজ্জ)। আমরা খুব চিৎকার করে তা বলছিলাম। আর আমরা কেবল হজেরই নিয়ত করছিলাম। তখনো আমরা হজের সাথে উমরার কথা জানতাম না। [25]

১৮- আর আয়েশা রা . উমরার নিয়ত করে এলেন। 'সারিফ '[26] নামক স্থানে এসে তিনি ঋতুবতী হয়ে গেলেন। [27]

মক্কায় প্রবেশ ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ

১৯- এমনিভাবে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ্ এসে পৌঁছলাম। সময়টা ছিল যিলহজের চার তারিখ ভোরবেলা। [28]

২০- নবী মসজিদের দরজার সামনে এলেন। অতপর তিনি তাঁর উট বসালেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ

---

[24]. ইবরাহীম আ . এর তালবিয়া ছিল তাওহীদ সম্বলিত। সর্বপ্রথম আমর ইবন লুহাই খুযাঈ জাহেলী যুগে তালবিয়াতে শিরক যুক্ত করে বলে,
إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ.
'কিন্তু একজন শরীক যার তুমিই মালিক এবং তার যা কিছু রয়েছে তারও ' (উমদাতুল কারী : ২৪/ ৬৫; আযরাকী, আখবারে মক্কা : ১/২৩২)।
তার অনুসরণে মুশরিকগণ হজ ও উমরার তালবিয়া পাঠে উক্ত শিরক সম্বলিত বাক্য যুক্ত করত। রাসূলুল্লাহ তালবিয়ায় তাওহীদের স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন এবং তা থেকে শিরকযুক্ত বাক্য দূর করে দিলেন (মুসলিম : ১১৮৫)।

[25]. ইবন মাজা।

[26]. এই জায়গাটি তান 'ঈমের কাছাকাছি বায়তুললাহ থেকে ১০ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত।

[27]. মুসলিম।

[28]. মুসলিম।

করলেন।

২১- তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।

২২- এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে চললেন।[29]

২৩- অতপর তিনি তিন চক্করে রমল[30] করতে করতে হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলেন। আর চতুর্থ চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন।

২৪- এরপর মাকামে ইবরাহীম আ.-এ পৌঁছে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: وَاتَّخِـذُوا مِنْ مَقَـام إِبْــرَاهِيمَ مُصَــلى (ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা)। তিনি উচ্চস্বরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন যাতে লোকেরা শুনতে পায়।[31]

২৫- এরপর মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্র মাঝখানে রেখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন।[32]

২৬- 'তিনি এ দু'রাক'আত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়েছিলেন।'[33]

২৭- এরপর তিনি যমযমের কাছে গিয়ে যমযমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথায় ঢাললেন।[34]

২৮- এরপর তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা স্পর্শ করলেন।

---

[29]. মুসলিম।
[30]. রমল হচ্ছে, ঘন পদক্ষেপে বীরের মত দ্রুত হাঁটা।
[31]. নাসাঈ।
[32]. বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ।
[33]. নাসাঈ, তিরমিযী।
[34]. আহমদ।

[illegible]

[illegible] :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

[illegible]

[illegible]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]-
[illegible]'[35] [illegible]
[illegible] [illegible]'[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]- [illegible]-[illegible], [illegible] '[illegible]'[36] [illegible], [illegible][37]

[illegible]- [illegible]

[illegible]

[illegible]- [illegible], [illegible]!

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَـدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْـرَةً فَمَنْ كَـانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَـهُ هَـدْىٌ فَلْيَحِـلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.

'[illegible], [illegible]'[38] [illegible],

[35]. [illegible], [illegible] ([illegible])
[36]. [illegible]
[37]. [illegible]
[38]. [illegible]

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَـأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً.

'বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা -মারওয়ার মাঝে সা 'ঈ করে তোমরা তোমাদের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছোট করে ফেল। অতপর হালাল হয়ে অবস্থান কর। এমনিভাবে যখন তারবিয়া দিবস[39] (যিলহজের আট তারিখ) হবে, তখন তোমরা হজের ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ কর। আর তোমরা যে হজের ইহরাম করে এসেছ, সেটাকে তামাত্তুতে পরিণত কর।'[40]

৩৪- ইবন মালিক ইবন জু 'শুম বা মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের এই উমরায় রূপান্তর করে তামাত্তু করা কি শুধু এ বছরের জন্য নাকি সব সময়ের জন্য? তখন নবী দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বললেন,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ، لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ،

'হজের ভেতরে উমরা কিয়ামত দিন পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছে। না, বরং তা সবসময়ের জন্য,

---

নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদের হজ মুশরিকদের বিপরীত হয়। কেননা মুশরিকরা মনে করতো, হজের মাসসমূহে উমরা পালন জঘন্যতম অপরাধ (বুখারী: ৭২৩০)।

[39]. ৮ যিলহজকে ইয়াওমুত তারবিয়া বলা হয়। ইয়াওমুত-তারবিয়া অর্থ পানি পান করানোর দিন। মিনায় পানি ছিল না বলে এদিন হাজীরা পানি পান করে নিতেন, সাথেও নিয়ে নিতেন এবং তাদের বাহন জন্তুগুলোকেও পানি পান করাতেন। তাই এই দিনকে পান করানোর দিন বলা হয়। ইবন কুদামা, আল-মুগনী: ৩১৪।

[40]. বুখারী ও মুসলিম।

না, বরং তা সবসময়ের জন্য ’ এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। ’[41]

৩৫- ইব্ন মালিক রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদেরকে দীনের ব্যাখ্যা দিন, আমাদেরকে যেন এখনই সৃষ্টি করা হয়েছে (অর্থাৎ আমাদেরকে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় দীনের তালীম দিন)। আজকের আমল কিসের ওপর ভিত্তি করে? কলম যা লিখে শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাকদীর যে বিষয়ে অবধারিত হয়ে গিয়েছে, তার ভিত্তিতে? না কি ভবিষ্যতে রচিতব্য নতুন কোন বিষয়ের ভিত্তিতে?[42] তিনি বললেন,

لَا، بَل فِيْ مَا جَفَّتْ بِه الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِه الْمَقَادِيْرُ.

‘না, বরং যা লিখে কলম শুকিয়ে গিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাকদীর নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তা-ই তোমরা আমল করবে। তিনি বললেন, ‘তাহলে ’[43] আর আমলের দরকার কী? তখন রাসূলুল্লাহ বললেন,

اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ [لِمَا خُلِقَ لَهُ][44]

‘তোমরা আমল করে যাও, তোমাদের কেউ যে জন্য সৃষ্ট হয়েছ তার জন্য সে কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়েছে। ’[45]

---

[41]. ইবন জারূদ, আল-মুনতাকা।
[42]. অর্থাৎ, আমাদের কর্মকান্ড কি আগেই নির্ধারিত নাকি আমরা সামনে যা করব সেটাই চূড়ান্ত?
[43]. মুসনাদে আহমদ।
[44]. অর্থাৎ তাকদীরে যদি ভালো লিখা হয়ে থাকে, তাহলে ভাল কাজ করা তার জন্য সহজ হবে। আর যদি তাকদীরে খারাপ লিখা থাকে, তবে খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে।
[45]. মুসনাদে আহমদ।

৩৬- জাবের রা . বলেন, ‘তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন , আমরা হালাল হয়ে গেলে যেন হাদীর ব্যবস্থা করি। ’[46] ‘আমাদের মধ্য থেকে এক উটে সাতজন অংশ নিতে পারে। ’[47] ‘যার সাথে হাদী নেই সে যেন হজের সময়ে তিনদিন রোযা রাখে আর যখন নিজ পরিবারের নিকট অর্থাৎ দেশে ফিরে যাবে তখন যেন সাতদিন রোযা রাখে। ’[48]

৩৭- ‘অতপর আমরা বললাম, কী হালাল হবে ? তিনি বললেন,

الْحِلُّ كُلُّهُ.

সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। ’[49]

৩৮- ‘বিষয়টি আমাদের কাছে কঠিন মনে হল এবং আমাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল। ’[50]

বাতহা নামক জায়গায় অবস্থান

৩৯- ‘জাবের রা . বলেন, আমরা বের হয়ে বাতহা[51] নামক স্থানে গেলাম। তিনি বলেন , এমতাবস্থায় এক লোক বলতে লাগল,

عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ

‘আজকে আমার পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাতের পালা। ’[52]

৪০- ‘জাবের রা . বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলাম। অতপর আমরা বললাম, আমরা হাজী

---

46. মুসলিম , মুসনাদে আহমদ।
47. মুসনাদে আহমদ।
48. মুয়াত্তা , বায়হাকী।
49. মুসনাদে আহমদ , তাহাবী।
50. মুসনাদে আহমদ , নাসাঈ।
51. বায়তুল্লাহর পূর্বদিকে অবস্থিত।
52. মুসনাদে আহমদ।

হিসেবে বের হয়েছিলাম। হজ ছাড়া আমরা অন্য কিছুর নিয়ত করিনি। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে আরাফা দিবস আসতে যখন আর মাত্র চার দিন বাকী। '[53] 'এক বর্ণনায় এসেছে , পাঁচ রাত্রি , তখন রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন , যেন আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হই। অতপর আমরা আরাফার উদ্দেশ্যে (মিনা) গমন করি, অথচ আমাদের পুরুষাঙ্গগুলি সবে মাত্র বীর্যস্খলন করেছে। জাবের রা . এটি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন , আমি যেন জাবের রা . এর কথার সাথে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখানোর ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছি। মোট কথা , তাঁরা বললেন, আমরা কিভাবে তামাত্তু করব অথচ আমরা শুধু হজের নাম উল্লেখ করেছি। '[54]

৪১- জাবের রা . বলেন, 'বিষয়টি নবী এর কাছে পৌঁছল। আমরা জানি না এটা কি আসমান থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল নাকি মানুষের নিকট থেকে পৌঁছল। '[55]

হজকে উমরায় পরিণত করার জোর তাগিদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ এর ভাষণ এবং সাহাবীগণের তাঁর আনুগত্য

৪২- 'অতপর রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে '[56] 'মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করে বললেন,'[57]

---

[53]. মুসনাদে আহমদ।
[54]. বুখারী , মুসলিম।
[55]. মুসলিম।
[56]. মুসলিম , তাহাবী , ইবনু মাজা।
[57]. মুসনাদে আহমদ , তাহাবী ,

أَبِاللَّهِ تُعَلِّمُونِي أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ

‘[illegible]?[58] [illegible]

افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوا

‘[illegible]’[59] [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] [[illegible]] [illegible]’[60] ‘[illegible]’[61]

[illegible]- ‘[illegible]’[62] ‘[illegible]’[63] ‘[illegible]

---

[58]. [illegible]

[59]. [illegible], [illegible]

[60]. [illegible]

[61] [illegible], [illegible], [illegible]

[62]. [illegible], [illegible], [illegible]

[63]. [illegible], [illegible]

হাদী ছিল [64] তারা ছাড়া সবাই হালাল হয়ে গেল এবং চুল ছোট করল।'[৬৫]

রাসূলুল্লাহ -এর মত ইহরাম বেঁধে ইয়ামান থেকে আলী রা.-এর আগমন

৪৪- 'এদিকে আলী রা . তাঁর কর্মস্থল ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের উটগুলো নিয়ে আগমন করলেন।'[৬৬]

৪৫- তিনি ফাতিমা রা . কে তাদের মধ্যে পেলেন যারা হালাল হয়েছেন। তিনি মাথা আঁচড়িয়েছেন ,'[৬৭] রঙ্গীন পোশাক পরেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। তিনি ফাতিমা রা . কে এই অবস্থায় দেখে তা অপছন্দ করলেন। 'তিনি বললেন, তোমাকে এ রকম করার জন্য কে নির্দেশ দিয়েছে ?'[৬৮] ফাতেমা রা . বললেন, আমার পিতা আমাকে এ রকম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৬- জাবের রা . বলেন, আলী রা. ইরাকে থাকা অবস্থায় বলতেন , 'ফাতেমার কৃতকর্মের ওপর উত্তেজিত অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ এর কাছে গেলাম , ফাতেমা যা রাসূলের বরাত দিয়ে বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। আমি রাসূলকে জানালাম যে , আমি ফাতেমার এ কাজ অপছন্দ করেছি ; কিন্তু সে আমাকে বলেছে, আমার পিতা আমাকে এরকম করতে

---

[64]. যাদের সাথে হাদী ছিল তাঁরা হলেন , রাসূল ., তালহা রা ., আবু বকর রা., উমর রা., যুল -ইয়াসারা রা . ও যুবাইর রা .। সুতরাং তাঁরা কিরান হজ করেছেন। এরা ছাড়া সবাই তামাত্তু হজ করেছেন (বুখারী , মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)।

[65]. ইবন মাজা, তাহাবী।

[66]. মুসলিম , নাসাঈ।

[67]. ইবনুল -জারূদ।

[68]. আবূ দাউদ, বায়হাকী।

[illegible] [illegible]’[69] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا بِهِ

‘[illegible], [illegible], [illegible]’[70][illegible] ‘[illegible]’[71]

[illegible]- [illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible]? [illegible], [illegible],

اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ [illegible]،

‘[illegible], [illegible]’[illegible]

[illegible]- [illegible],

فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ، وَامْكُثْ حَرَامًا كمَا أَنْتَ

‘[illegible]’[72]

[illegible]- [illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible] ‘[illegible]’[73] [illegible] ‘[illegible]’[74]

---

[69]. [illegible], [illegible]
[70]. [illegible], [illegible]
[71]. [illegible], [illegible]
[72]. [illegible]
[73]. [illegible], [illegible]
[74]. [illegible]

[illegible]- [illegible]. [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]- [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] '[illegible]'[75] [illegible]

[illegible]- [illegible]. [illegible], [illegible],

مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ. فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي

'[illegible]? [illegible]. [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible] '[illegible]; [illegible]'[76] '[illegible],

[75]. [illegible], [illegible]

[76]. [illegible], [illegible]

কিন্তু বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন না। ’[77]

৫১- আর রাসূলুল্লাহ উটের পিঠে আরোহন করলেন।[78] তিনি ‘আমাদেরকে নিয়ে মিনায় ’[79] যোহর, আসর, মাগরিব , ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৫২- অতপর তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবেই সূর্য উদিত হলো। [৮০]

৫৩- তিনি নামিরা নামক স্থানে ‘তাঁর জন্য ’[81] একটি পশমের তাবু স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন।

আরাফায় যাত্রা ও নামিরাতে অবস্থান

৫৪- এরপর রাসূলুল্লাহ রওয়ানা হলেন। কুরাইশদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি মাশ‘আরে হারাম (অর্থাৎ) ‘মুযদালিফাতেই ’[৮২] অবস্থান করবেন এবং সেখানেই তাঁর অবস্থানস্থল হবে। কেননা কুরাইশরা জাহেলী যুগে এরকম করত। [৮৩] কিন্তু

---

[77]. মুসনাদে আহমদ।

[78]. এ থেকে বুঝা যায় এসব স্থানে হাঁটার চেয়ে আরোহনই উত্তম ; যেমন পুরো রাস্তায় হেঁটে আসার চেয়ে বাহনে আসা উত্তম। দেখুন : আত-তা‘লীক : ১৬।

[79]. আবূ দাউদ।

[80]. এ থেকে জানা গেল , মিনায় রাত্রিযাপন করা এবং সকালের আগে এস্থান ত্যাগ না করা সুন্নত।

[81]. আবূ দাউদ, ইবন মাজা।

[82]. আবূ দাউদ, ইবন মাজা।

[83]. হজ পালনকারী সাহাবীগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ আরাফার ময়দানে অবস্থান করলেন এবং এ -ক্ষেত্রেও মুশরিকদের বিপরীত করলেন, কেননা মুশরিকরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং বলতো আমরা হারাম এলাকা ছাড়া অন্য জায়গায় যাব না এবং সেখান থেকে প্রস্থান করব না। উল্লেখ্য , আরাফা হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত।

রাসুলুল্লাহ মাশ‘আরে হারাম অতিক্রম করে আরাফায় উপনীত হলেন এবং নামিরা নামক স্থানে তাঁর জন্য তাঁবু তৈরি করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন।

৫৫- অতপর যখন সূর্য হেলে পড়ল, তখন তিনি কসওয়া নামক উটনীটি আনতে বললেন এবং তাতে সওয়ার হয়ে উপত্যকার মধ্যে এসে থামলেন[84]।

আরাফার ভাষণ

৫৬- অতপর তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন,

• إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا.

‘নিশ্চয় তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত। যেমন তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই দিন সম্মানিত’।

• أَلاَ إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ مَوْضُوعٌ.

‘জেনে রাখো! নিশ্চয় জাহিলিয়াতের প্রত্যেকটি বিষয় আমার এই দুই পায়ের তলে রাখা হল’।

• وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُهُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ.

‘জাহিলী যুগের যাবতীয় রক্তের দাবী রহিত করা হল। আমাদের রক্তের দাবীসমূহের মধ্যে প্রথম রক্তের দাবী যা রহিত করা হল, তা ইবন

[84]. এ উপত্যকার নাম হচ্ছে ‘উরনা’। এটা আরাফা এলাকার বাইরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ এই উরনা উপত্যকা থেকে আরাফার ভাষণ দিয়েছেন।

[illegible]

- وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

‘[illegible]’

- اتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

‘[illegible][85] [illegible]’

- وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

‘[illegible] ([illegible]) [illegible]’

- وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘[illegible]

[85]. [illegible], فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ ‘[illegible]’ ([illegible] : [illegible])

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা ’।

• وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ

‘আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক বিষয় রেখে যাচ্ছি , যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো , আললাহ্র কিতাব ’।

• وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّكَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ.

‘আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে , তখন তোমরা কী বলবে ? তারা বলল, আমরা সাক্ষী দিচ্ছি , নিশ্চয় আপনি আপনার রবের বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন , অর্পিত দায়িত্ব আদায় করেছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন ’।

• ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ ্র اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

‘অতপর তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে তুলে মানুষের দিকে ইশারা করে বললেন , হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন , হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন , হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন ’।

দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় ও আরাফায় অবস্থান

৫৬- ‘এরপর বিলাল রা . একবার আযান দিলেন।’[86]

৫৭- অতপর ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সবাইকে নিয়ে) যোহরের সালাত আদায় করলেন। বিলাল রা . পুনরায় ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ আসরের সালাতও আদায় করলেন।

86. দারেমী।

৫৮- তিনি উভয় সালাতের মাঝখানে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।

৫৯- অতপর রাসূলুল্লাহ ‘কাসওয়া নামক উটনীর’[৪৭] পিঠে আরোহন করলেন। এভাবে তিনি উকূফের স্থানে এলেন। তাঁর উটনী কসওয়ার পেট পাথরের[৪৪] দিকে ফিরিয়ে রাখলেন। যারা পায়ে হেঁটে তাঁর সাথে এসেছিলেন , তিনি তাঁদের সকলকে তাঁর সামনে রাখলেন এবং কিবলামুখী হলেন।[89]

৬০- সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই উকূফ করলেন। এমনিভাবে (পশ্চিম আকাশের) হলুদ আভা ফিকে হয়ে গেল এমনকি লালিমাও দূর হয়ে গেল[৯০]।

৬১- আর তিনি বললেন,

قَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

‘আমি এখানে উকূফ করলাম; কিন্তু আরাফার পুরো এলাকা উকূফের স্থান।’[৯1]

---

[87]. ইবন মাজা।

[88]. এ পাথরটি জাবালে রহমতের নিচে বিছানো। জাবালে রহমত অবস্থিত আরাফার মাঝামাঝি স্থানে। ইমাম নাববী রহ . বলেন, এটিই উকূফের মুস্তাহাব স্থান। অনেকে মনে করেন জাবালে রহমতে না ওঠলে উকূফ পূর্ণ হবে না - এটি সঠিক নয়।

[89]. অন্য হাদীসে এসেছে , তিনি উকূফ করেছেন , উভয় হাত তুলে দু ‘আ করেছেন। হাজ্জাতুন -নবী : ৭৩ পৃষ্ঠা।

[90]. সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে রাসূলুল্লাহ এর প্রস্থান মুশরিকদের আচারের সাথে ভিন্নতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ছিল। কেননা মুশরিকরা সূর্যাস্তের আগেই আরাফা ত্যাগ করতো। রাসূলুল্লাহ বলেন, আমাদের আদর্শ তাদের থেকে ভিন্ন।

[91]. আবূ দাউদ, নাসাঈ , মুসনাদে আহমদ।

৬২- তিনি উসামা ইবন যায়েদ রা . কে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন।

আরাফা থেকে প্রস্থান

৬৮- অতপর রাসূলুল্লাহ মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হলেন। ‘আর তিনি ছিলেন শান্ত - সুস্থির।’[92] তিনি কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর লাগাম শক্তভাবে টেনে ধরলেন, এমনকি উষ্ট্রীর মাথা তাঁর হাওদার সাথে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আর তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ

‘হে লোকসকল! শান্ত হও শান্ত হও , ধীর - স্থিরভাবে এগিয়ে চল ’।

৬৭- যখনই তিনি কোন বালুর টিলায় পৌঁছছিলেন , তখনই তা অতিক্রম করার সুবিধার্থে উষ্ট্রীর রশি ঢিলা করে দিচ্ছিলেন। এমনিভাবে তাতে উঠে তা অতিক্রম করছিলেন।

মুযদালিফায় একসাথে দুই সালাত আদায় এবং সেখানে রাত্রি যাপন

৬৮- এভাবে তিনি মুযদালিফায় এলেন। অতপর এক আযান ও দুই ইকামতসহ মাগরিব ও ইশার সালাত একসাথে আদায় করলেন এবং এ দুই সালাতের মাঝখানে তিনি কোন তাসবীহ বা নফল সালাত আদায় করলেন না।

৬৯- এরপর রাসূলুল্লাহ শুয়ে পড়লেন। এভাবেই সুবহে সাদিক উদিত হল। ফজরের সময় সুস্পষ্ট হওয়ার পর (আওয়াল ওয়াক্তে) আযান ও

[92]. আবূ দাউদ, নাসাঈ।

ইকামতের পর ফজরের সালাত আদায় করলেন।

মাশ‘আরে হারাম তথা মুযদালিফায় অবস্থান

৭০- অতপর তিনি কাসওয়ায় আরোহন করে মাশ ‘আরে হারামে এলেন।[93] অতপর তিনি তাতে আরোহন করলেন।’[94]

৭১- এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দু ‘আ করলেন। ‘অতপর আল্লাহর প্রশংসা করলেন।’[95] তাঁর মহত্ব , শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। পূর্ব আকাশ পূর্ণ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে উকূফ করলেন।

৭২- ‘তিনি বললেন ,

قَدْ وَقَفْتُ هَهُنَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

‘আমি এখানে উকূফ করেছি ; তবে মুযদালিফার পুরোটাই উকূফের স্থান।’[96]

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা

৭৩- অতপর তিনি সূর্য উঠার পূর্বেই ‘মুযদালিফা ’[97] থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন।[98] ‘আর তিনি ছিলেন শান্ত ও সুস্থির।’[99]

---

[93]. মাশআরে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য ‘কুযাহ ’ নামক স্থান। এটি মুযদালিফার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। সকল সীরাতবিদ ও মুফাসসিরের মতে , সমগ্র মুযদালিফাকেই মাশআরে হারাম বলে। ইমাম নাববী রহ .।

[94]২৫.. আবূ দাউদ।

[95]. আবূ দাউদ।

[96]. নাসাঈ।

[97]. বাইহাকী।

৭৪- তিনি ফযল ইবন আববাস রা.কে নিজের উটনীর পেছনে বসালেন।[100] আর তিনি ছিলেন সুন্দর চুল ও উজ্জ্বল ফর্সা চেহারার অধিকারী।

৭৫- রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। তখন তাঁর কাছ দিয়ে কতিপয় মহিলা চলতে লাগল, আর ফযল তাদের দিকে তাকাতেন লাগলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ফযলের চেহারায় রাখলেন। তখন ফযল তার চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত অন্য দিক থেকে সরিয়ে ফযলের চেহারার ওপর আবার রেখে যেদিকে তিনি তাকাচ্ছিলেন সেদিক থেকে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন।

৭৬- অবশেষে তিনি মুহাস্সার উপত্যকার মধ্যস্থলে[101] পৌঁছলে উটের গতি কিছুটা বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন,

‘عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ তোমরা শান্ত ও সুস্থিরভাবে চল।’[102]

98. সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে প্রস্থান মুশরিকদের নিয়মের বিপরীত করার লক্ষ্যেই ছিল, কেননা মুশরিকরা মুযদালিফা ত্যাগ করতো সূর্যোদয়ের পর। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আমাদের আদর্শ ওদের থেকে ভিন্ন।

99. আবূ দাউদ।

100. এ হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত ৫৬ নং হাদীস থেকে বুঝা যায় বাহনের পেছনে কাউকে নিতে কোনো অসুবিধা নেই।

101. এই স্থানে আবরাহার হস্তি বাহিনীকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ইবনুল-কায়্যিম রহ. বলেন, মুহাস্সার মিনা ও মুযদালিফার মাঝখানে অবস্থিত। এটা মিনা বা মুযদালিফার অন্তর্ভুক্ত নয়।

102. দারেমী।

বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ

৭৭- ‘তারপর তিনি মাঝপথ ধরে চলতে লাগলেন যা বড় জামরার কাছ দিয়ে বের হয়ে গেছে। অবশেষে তিনি গাছের সন্নিকটে অবস্থিত জামরায় এসে পৌঁছলেন।[103] ’[104]

৭৮- অতপর ‘সূর্য পূর্ণ আলোকিত হওয়ার পর তিনি বড় জামরাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। ’[105]

৭৯- প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। প্রত্যেকটি কঙ্কর ছিল বুটের ন্যায়।[106]

৮০- তিনি তাঁর বাহনে আরোহন অবস্থায় উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন ‘আর তিনি’[107] বলছিলেন,’

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ

‘তোমরা তোমাদের হজের বিধি -বিধান শিখে নাও। কারণ আমি জানি না , হয়ত আমি এই হজের পরে আর হজ করতে পারব না। ’[108]

৮১- জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ

---

[103]. ইমাম নাববী রহ . বলেন, এ থেকে জানা গেল , আরাফা থেকে ফেরার সময় এ পথে আসা অর্থাৎ এক পথ দিয়ে যাওয়া এবং আরেক পথ দিয়ে ফেরা সুন্নত।

[104]. নাসাঈ , আবূ দাউদ।

[105]. মুসনাদে আহমদ , মুসলিম , আবু দাউদ।

[106]. ইমাম নাববী রহ . বলেন, পাথরগুলো ছিল শিমের বিচির মতো। সুতরাং এরচেয়ে বড় বা ছোট না হওয়া সুন্নত। তবে এরচেয়ে ছোট বা বড় হলেও তা জায়িজ হবে।

[107]. নাসাঈ।

[108]. মুসলিম , আবূ দাউদ, নাসাঈ।

‘তাশরীকের সব দিনেই ’[109] ‘সূর্য হেলে যাওয়ার পরে’[110] কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন [111]।

৮২- ‘তিনি আকাবা তথা বড় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপকালে সুরাকা তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতপর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ , এটা কি খাস করে আমাদের জন্য ? তিনি বললেন ,

[112]’না , বরং সবসময়ের জন্য। ‘ لاَ بَلْ لأَبَدٍ

পশু যবেহ ও মাথা মুন্ডন

৮৩- অতপর তিনি পশু যবেহের স্থানে গেলেন। তারপর নিজ হাতে তেষট্টিটি ‘উট’[113] যবেহ করলেন।

৮৪- অতপর আলী রা. কে অবশিষ্টগুলো যবেহ করার দায়িত্ব দিলেন তিনি তাকে নিজের হাদীতে শরীক রাখলেন।

৮৫- এরপর প্রত্যেক যবেহকৃত উট থেকে এক টুকরো করে নিয়ে রান্না করতে নির্দেশ দিলেন। তখন টুকরোগুলো এক পাতিলে রেখে রান্না করা হল। অতপর দুজনে তার শুরবা পান করলেন।[114]

৮৬- এক বর্ণনায় রয়েছে , ‘জাবের রা . বলেন, রাসুলুল্লাহ নিজের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে

---

[109]. মুসনাদে আহমদ।
[110]. মুসলিম।
[111]. যিলহজ মাসের ১১ -১২-১৩ তারিখের দিনগুলোকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়।
[112]. বুখারী , মুসলিম।
[113]. ইবন মাজা।
[114]. এ থেকে জানা গেল , নফল বা ওয়াজিব কুরবানীর গোশত কুরবানীকারী নিজে খেতে করতে পারবেন।

একটি গাভি যবেহ করেন। ’[115]

৮৭- অন্য বর্ণনায় এসেছে , ‘তিনি সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করেন। আর সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গাভি যবেহ করেন। ’[116] ‘অতপর আমরা সাতজন উটে শরীক হলাম। এক লোক রাসুলুল্লাহ কে বলল, আপনি কি মনে করেন , গাভিতেও শরীক হওয়া যাবে ? তখন তিনি বললেন,

مَا هِىَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ

গাভিতো উটের (বিধানের) অন্তর্ভুক্ত। ’[117]

৮৮- ‘জাবের রা . বলেন, আমরা মিনায় তিনদিন উটের গোশত খেয়ে তারপর খাওয়া থেকে বিরত রইলাম। অতপর রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে বললেন ,

كُلُوا وَتَزَوَّدُوا

‘তোমরা খাও এবং পাথেয় হিসেবে রেখে দাও[118]। ’[119] ‘জাবের রা . বলেন, অতপর আমরা খেলাম এবং জমা করে রাখলাম। ’[120] ‘এভাবে সেগুলো নিয়ে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। ’[121]

---

[115]. মুসলিম।
[116]. মুসলিম।
[117]. বুখারী ফিত -তারীখ।
[118]. মুশরিকরা তাদের যবেহকৃত হাদীর গোশত ভক্ষণ করত না। তারা নিজদের জন্য তা হারাম মনে করত। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা খাওয়ার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে জাহেলী যুগের কুপ্রথার বিলুপ্তি ঘটান।
[119]. মুসনাদে আহমদ।
[120]. বুখারী , মুসনাদে আহমদ।
[121]. মুসনাদে আহমদ।

১০ যিলহজের আমলে ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলে কোন অসুবিধা নেই

৮৯- জাবের রা . বলেন, রাসূলুল্লাহ পশু যবেহ করলেন, 'অতপর মাথা মুন্ডন করলেন।'[122]

৯০- 'কুরবানীর দিন মিনায়'[123] মানুষের (প্রশ্নোত্তরের) জন্য বসলেন। 'সে দিনের'[124] আমলগুলোতে 'আগে পরে হয়েছে'[125] এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ

'কোন সমস্যা নেই, কোন সমস্যা নেই'।[126]

৯১- এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ বললেন,

'কোনো সমস্যা নেই।' وَلاَ حَرَجَ

৯২- অন্য একজন এসে বলল, 'আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি, তিনি বললেন,

'কোনো সমস্যা নেই।' وَلاَ حَرَجَ

৯৩- তারপর 'আরেক জন এসে বলল, আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তাওয়াফ করেছি, তিনি বললেন,

---

[122]. মুসনাদে আহমদ।

[123]. ইবন মাজা।

[124]. ইবন মাজা।

[125]. ইবন মাজা।

[126]. অর্থাৎ তোমার যে আমলগুলো বাকি আছে তা আদায় করে নাও। আর যেগুলো করেছো - তাতে যা আগে -পিছে হয়েছে তাতে কোনো অসুবিধে নেই।

[127]’কোনো সমস্যা নেই।   ‘ وَلاَ حَرَجَ

৯৪- ‘অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল , আমি পশু যবেহের আগে তাওয়াফ করেছি। তিনি বললেন ,

[128]’যবেহ কর, কোনো সমস্যা নেই।   ‘ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ

৯৫- তারপর অন্য আরেক ব্যক্তি এসে বলল , ‘আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ,

ارْمِ ، وَلاَ حَرَجَ

‘নিক্ষেপ কর। কোন সমস্যা নেই। ’ [129]

৯৬- ‘অতপর আল্লাহর নবী বললেন,

قَدْ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ

‘আমি এখানে যবেহ করলাম , আরা মিনা পুরোটাই যবেহের স্থান। ’[130]

৯৭- ‘মক্কার প্রতিটি অলিগলি চলার পথ এবং যবেহের স্থান। ’[131]

৯৮- ‘অতএব, তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলে থেকে পশু যবেহ কর। ’[132]

ইয়াউমুন -নহর তথা ১০ তারিখের ভাষণ

99 - জাবের রা . বলেন, ‘কুরবানীর দিন আমাদের

---

[127]. দারেমী , ইব্‌ন মাজা।
[128]. তাহাবী।
[129]. মুসনাদে আহমদ।
[130]. মুসনাদে আহমদ।
[131]. আবু দাউদ।
[132]. মুসলিম।

[illegible],

• أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ فَقَالُوْا : يَوْمُنَا هَذَا

‘[illegible]’ [illegible] ? [illegible], [illegible]

• قَالَ : أَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ فَقَالُوْا : شَهْرُنَا هَذَا

‘[illegible], [illegible]’ [illegible] ? [illegible], [illegible]

• قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ فَقَالُوْا : بَلَدُنَا هَذَا

‘[illegible], [illegible]’ [illegible] ? [illegible], [illegible]’

• قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا

‘[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]’

• هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ . قَالَ : اَللَّهُمَّ اشْهَدْ .

‘[illegible]? [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]’[133]

[illegible]

[illegible]- ‘[illegible] ([illegible]) [illegible]’

[illegible]- ‘[illegible]

[133]. [illegible]

তাঁরা সাফা ও মারওয়ায় সা 'ঈ করেননি। '[134]

১০২- অতপর তিনি মক্কায় যোহরের সালাত আদায় করলেন।

১০৩- তারপর আবদুল মুত্তালিব বংশের কাছে এলেন, 'তারা '[135] যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন ,

انْزِعُــوا بَنِى عَبْــدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُم

'হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর ! বালতি ভর্তি করে পানি তুলে তা (হাজীদেরকে) পান করাও। তোমাদের কাছ থেকে পানি পান করানোর দায়িত্ব কেড়ে নেয়ার ভয় না থাকলে আমিও নিজ হাতে তোমাদের সাথে বালতি ভরে পানি তুলে তা পান করাতাম। '[136]

১০৪- অতপর তারা তাঁকে বালতি ভরে পানি দিলেন , আর তিনি তা পান করলেন।

হজের পর আয়েশা রা. এর উমরা পালন

১০৫- জাবের রা . বলেন, 'আয়েশা রা . ঋতুবতী হলেন। তখন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছাড়া তিনি হজের আর সব আমল সম্পন্ন করলেন। '[137]

১০৬- তিনি বলেন , 'যখন তিনি পবিত্র হলেন , তখন কা'বার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা -মারওয়ায় সা 'ঈ করলেন।'

---

[134]. আবু দাউদ, তাহাবী।
[135]. দারমী।
[136]. অর্থাৎ
[137]. বুখারী , মুসনাদে আহমদ।

১০৭- অতপর রাসূলুল্লাহ বললেন,

قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا

‘তুমি তোমার হজ ও উমরা উভয়টি থেকে হালাল হয়ে গিয়েছ।’[138]

১০৮- আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ‘আপনারা সবাই হজ ও উমরা করে যাবেন আর আমি কি শুধু হজ করে যাব?’[139] তিনি বললেন,

إِنَّ لَكِ مِثْلَ مَا لَهُمْ

‘তোমারও তাদের মতই হজ ও উমরা হয়ে গিয়েছে।’[140]

১০৯- আয়েশা রা. বললেন, ‘আমি মনে কষ্ট পাচ্ছি, কেননা, আমি তো শুধু হজের পরে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছি।’[141]

১১০- জাবের রা. বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ নরম স্বভাবের লোক ছিলেন। যখন আয়েশা . কিছু কামনা করতেন, তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।’[142]

১১১- রাসূলুল্লাহ বললেন,

فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

‘হে আবদুর রহমান! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং

---

138. মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ।
139. বুখারী, মুসনাদে আহমদ। অন্য হাদীসে রয়েছে, লোকেরা দুই ইবাদাতের নেকী নিয়ে ফিরবে আর আমি কি এক কাজের নেকী নিয়ে ফিরবো?
140. মুসনাদে আহমদ।
141. মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ।
142. মুসলিম।

তাকে তানঈম থেকে উমরা করাও। ’[143]

১১২- অতপর, ‘আয়েশা রা. হজের পরে উমরা করলেন।’[144] ‘তারপর ফিরে এলেন।’[145] ‘আর এটা ছিল হাসবার রাতে[146]।’[147]

১১৩- জাবের রা. বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ বিদায় হজে নিজের বাহনে আরোহন করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন এবং নিজের বাঁকা লাঠি দিয়ে

---

143. ইবন আববাস রা. বলেন ‘আল্লাহর শপথ! মুশরিকদের প্রথা বাতিল করার জন্য রাসূলুল্লাহ আয়েশা রা. কে যিলহজ মাসে উমরা করিয়েছেন। কুরাইশ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা বলতো, ‘যখন উটের লোম গজিয়ে বেশি হবে, পৃষ্ঠদেশ সুস্থ হবে এবং সফর মাস প্রবেশ করবে তখনই উমরাকারির উমরা সহীহ হবে’। তারা যিলহজ ও মুহররম শেষ হওয়ার পূর্বে উমরা হারাম মনে করত’ (আবূ দাউদ : ১৯৮৭)।

144. বুখারী, মুসনাদে আহমদ।

145. মুসনাদে আহমদ।

146. সেটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের পরের রাত্রি। অর্থাৎ ১৪ তারিখের রাত। এটাকে মুহাসসাবের রাতও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণ ১৪ তারিখের রাত এ স্থানে যাপন করেছিলেন। যেসব জায়গায় পূর্বে শিরক বা কুফরী কর্ম অথবা আল্লাহর শত্রুতা প্রকাশ করা হত সেসব জায়গায় রাসূলুল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেছেন। এই মর্মে তিনি মিনায় বলেন, ‘আমরা আগামীকাল বনূ কিনানার খায়ফে (অর্থাৎ মুহাসসাব তথা হাসবা নামক স্থানে) যেতে চাচ্ছি, যেখানে তারা কুফরীকর্মের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল, আর তা ছিল এই যে, কুরাইশ ও বনূ কিনানা, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, তাদের সাথে তারা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে না, বেচাকেনা করবে না, যতক্ষণ না তারা নবীকে তাদের কাছে সোপর্দ করে (বুখারী : ১৫৯০)। ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ‘এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ এর অভ্যাস যে, তিনি কুফরের নিদর্শনের স্থানসমূহে তাওহীদের নিদর্শন প্রকাশ করতেন (যাদুল মা‘আদ)।

147. মুসলিম।

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন , যাতে লোকজন তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি ওপরে থেকে তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারেন। আর যাতে তারা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারে। কেননা লোকজন তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। ’[148]

১১৪- জাবের রা বলেন, ‘এক মহিলা তার একটি বাচ্চা তাঁর সামনে উঁচু করে ধরে বললেন , হে আল্লাহর রাসূল , এর কি হজ হবে? তিনি বললেন ,

نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ

‘হ্যাঁ , আর তোমার জন্য রয়েছে পুরস্কার। ’[149]

---

[148]. মুসলিম , আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ।

[149]. তিরমিযী , ইবন মাজা। বাচ্চাটিকে বহন করা এবং তাকে মুহরিমরা যেসব কাজ থেকে বিরত থাকে সেসব কাজ থেকে বিরত রাখার বিনিময়ে এই নেকী (নাববী রহ .)।